# উৎপাদন শিল্পের দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণ ফ্রেমওয়ার্ক

সিএফআরপিপি, এমআই, সংস্করণ ১
জানুয়ারি ২০২৫

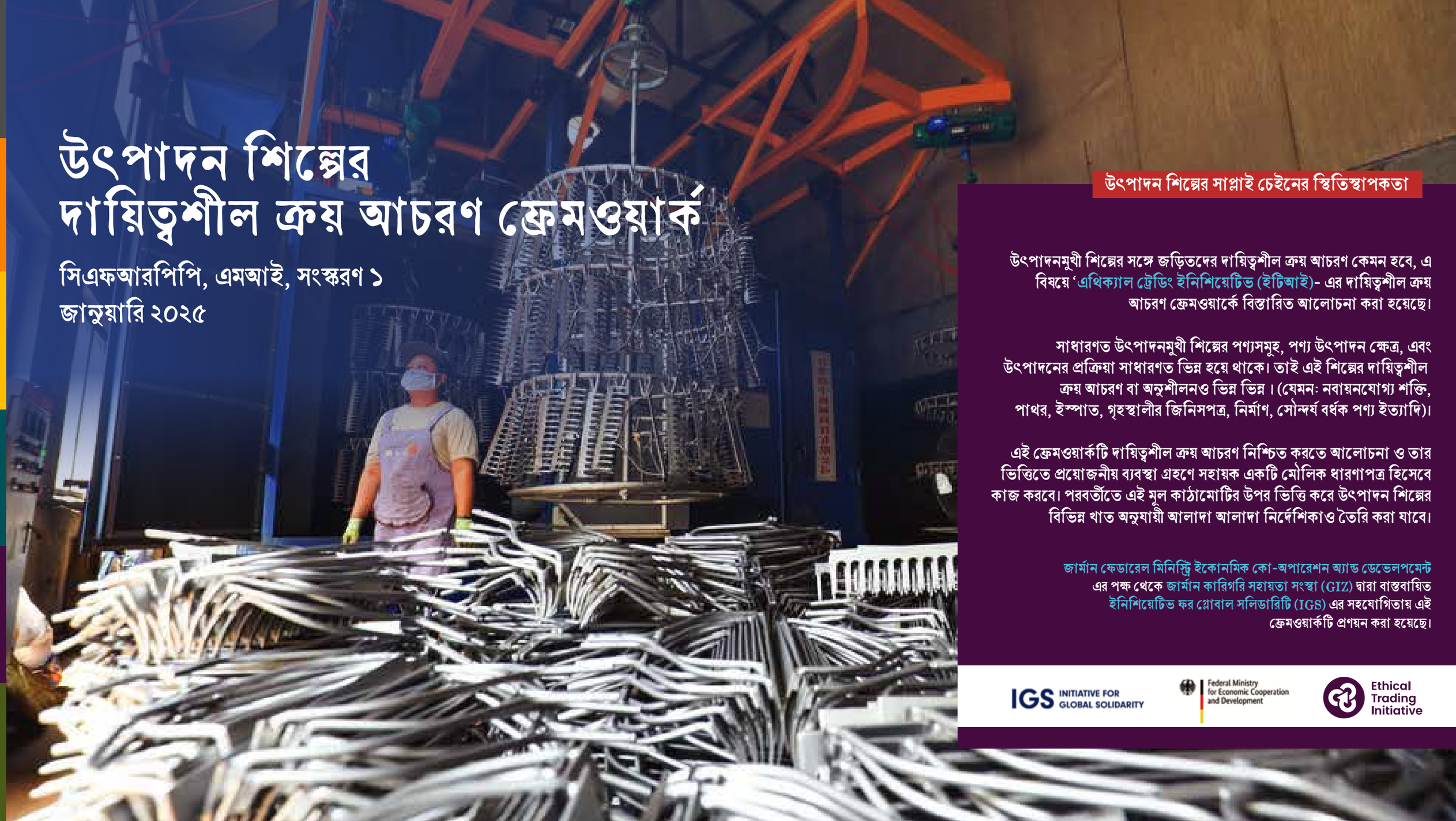

## উৎপাদন শিল্পের সাপ্লাই চেইনের স্থিতিস্থাপকতা

উৎপাদনমুখী শিল্পের সঙ্গে জড়িতদের দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণ কেমন হবে, এ বিষয়ে 'এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ (ইটিআই)- এর দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণ ফ্রেমওয়ার্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণত উৎপাদনমুখী শিল্পের পণ্যসমূহ, পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্র, এবং উৎপাদনের প্রক্রিয়া সাধারণত ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই এই শিল্পের দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণ বা অনুশীলনও ভিন্ন ভিন্ন। (যেমন: নবায়নযোগ্য শক্তি, পাথর, ইস্পাত, গৃহস্থালীর জিনিসপত্র, নির্মাণ, সৌন্দর্য বর্ধক পণ্য ইত্যাদি)।

এই ফ্রেমওয়ার্কটি দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণ নিশ্চিত করতে আলোচনা ও তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক একটি মৌলিক ধারণাপত্র হিসেবে কাজ করবে। পরবর্তীতে এই মূল কাঠামোটির উপর ভিত্তি করে উৎপাদন শিল্পের বিভিন্ন খাত অনুযায়ী আলাদা আলাদা নির্দেশিকাও তৈরি করা যাবে।

জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এর পক্ষ থেকে জার্মান কারিগরি সহায়তা সংস্থা (GIZ) দ্বারা বাস্তবায়িত ইনিশিয়েটিভ ফর গ্লোবাল সলিডারিটি (IGS) এর সহযোগিতায় এই ফ্রেমওয়ার্কটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

IGS INITIATIVE FOR GLOBAL SOLIDARITY

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development

Ethical Trading Initiative

’দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণ’ হলো কোনো সরবরাহকারীর কাছ কোনো পণ্য বা সেবা (সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে) ক্রয় করার জন্য কোনো ক্রয়কারী কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে পণ্য উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য, পূর্বাভাস, উৎপাদন পরিকল্পনা, চুক্তি, অর্ডার প্রদান এবং লিড টাইম, খরচ এবং মূল্য আলোচনা এবং পেমেন্টের শর্তাবলী ইত্যাদি।

# পরিচিতি

## দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণ

অন্যভাবে বলা যায় ‘দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণ’ (আরপিপি) হলো কোম্পানীর সরবরাহকারীদের কাছ থেকে এমনভাবে পণ্য বা সেবা ক্রয় করা, যাতে করে সংশ্লিষ্ট সরবরাহ চেইনের কর্মীদের মানবাধিকারের উপর নেতিবাচক কোনো প্রভাব না পড়ে।
উৎপাদিত পণ্য ক্রয়কারী বিভিন্ন বায়ারদের দৈনন্দিন পণ্য ক্রয় প্রক্রিয়া, সাপ্লাই চেইনের শ্রমিকদের অবস্থা প্রভাবিত করে। ভুল পূর্বাভাস, স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা, অর্ডারের শেষমুহূর্তের পরিবর্তন, উৎপাদন খরচের চেয়েও কম মূল্য নির্ধারণ, দেরিতে মূল্য পরিশোধ এবং পণ্যের অপর্যাপ্ত নমুনাকরণ - এই সবকিছুই উৎপাদিত পণ্যের ক্রয়াদেশ এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং সরবরাহকারীদের আর্থিক স্থিতিশীলতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এর ফলে সাপ্লাই চেইন শ্রমিকদের অতিরিক্ত ওভারটাইম, কম মজুরি প্রদান, স্বাস্থ্যগত সমস্যা ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং পণ্য উৎপাদনের জন্য অস্থায়ী শ্রমের অতিরিক্ত ব্যবহার দেখা দিতে পারে।

উৎপাদনমুখী শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানান ধরনের খাত। আবার প্রতিটি খাতই তার কাজের ধরন অনুযায়ী স্বকীয় বা অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই প্রতিটি খাতের সাপ্লাই চেইনও ভিন্ন। (খাত অনুযায়ী দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণের ধরনও আলাদা)। আবার এই শিল্পগুলির মধ্যে কিছু শিল্প অন্যান্য শিল্পের তুলনায় তুলনামূলকভাবে নতুন। ফলে তাদের নানান ধরনের প্রতিনিয়তই ব্যবসায় পরিচালনা জনিত প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করতে হয়। যেকারণে সকল সেক্টরের দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণ নিশ্চিত করার - কোনো একক সমাধান নেই। এক সমাধানে সকলের সমস্যা সমাধান হবে না। সাধারণত দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট সরবরাহ চেইনের কাঠামো, প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক মডেল, কর্মপরিবেশ এবং সরবরাহকারীর তুলনায় একটি ক্রয়কারী কোম্পানির আকার ও ভারসাম্য- এর সব কিছুই পণ্য সরবরাহকারী ও কর্মরত শ্রমিকদের জীবনকে প্রভাবিত করে থাকে।

বলাবাহুল্য, ক্রয় অনুশীলনের সম্ভাব্য প্রভাব বুঝতে এবং বিবিধ সমস্যার জুতসই ব্যবহারিক সমাধান খুঁজে বের করতে- সরবরাহকারী, শ্রমিক বা তাদের বৈধ প্রতিনিধিসহ এই প্রক্রিয়ায় জড়িত সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে অর্থপূর্ণভাবে সম্পৃক্ত হওয়া [1] জরুরি। এ উদ্দেশ্যে একটি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান সরবরাহকারীদের সঙ্গে পারস্পারিক সংলাপ ও মতামত গ্রহণের মাধ্যমে জেনে বুঝে ভালভাবে সিদ্ধা নিতে পারে। যা দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণ নিশ্চিতে এবং শ্রমিকের জীবিকার উন্নয়নে সহায়তা করে দুই পক্ষের জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারে।

নিজস্ব কোম্পানির ক্রয় আচরণ পর্যালোচনা করে এর ব্যবহার উপযোগীতা বাড়াতে সময় এবং সম্পদ বিনিয়োগ করা -যে কোনো কোম্পানির জন্য লাভজনক। এর মাধ্যমে সরবরাহকারীদের সাথে একটি অংশীদারিত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠে যা ব্যবসার জন্য উল্লেখযোগ্য সুবিধা বয়ে আনতে পারে। সাপ্লাই চেইন স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠে। কার্যকরী যোগাযোগ, পরিকল্পনা এবং ক্রয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোম্পানির দক্ষতা বাড়ে। ক্রয়ের ক্ষেত্রে যে কোনো কোম্পানি দায়িত্বশীল অবস্থান - সরবরাহকারীদের কার্যকর উৎপাদন পরিকল্পনা, কর্মঘণ্টা ব্যবস্থাপনা, শ্রমিকের ন্যায্য বেতন প্রদান, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং শ্রম অবস্থার উন্নয়নে বিনিয়োগের সক্ষমতা বাড়ায়। এর ফলে, উৎপাদনশীলতা বাড়ে, সরবরাহকারীদের শ্রম পরিবেশ সহনীয় রাখে এবং একটি স্থিতিস্থাপক কর্মপরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করে। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের ক্ষয় ক্ষতি প্রতিরোধের পাশাপাশি সাপ্লাই চেইনে সামাজিক ও পরিবেশগত পরিবেশের উন্নয়ন ঘটায়। ক্রয় আচরণ পর্যালোচনা এবং এই চর্চার উন্নয়ন নিশ্চিত করা, কোম্পানির হিউম্যান রাইটস্ ডিউ ডিলিজেন্স (এইচআরডিডি) লক্ষ্য পূরণের একটি অন্যতম শর্তও বটে।

ফ্রেমওয়ার্কটির একটি মৌলিক নীতি হলো, ক্রয়কারী কোম্পানিগুলিকে সাপ্লাই চেইনে উপযুক্ত শ্রম মান অর্জনের জন্য দুই পক্ষ মিলেই দায়িত্বগুলো ভাগ করে নেয়া এবং সে লক্ষ্যে নিজেদের ব্যবসায়িক আচরণকেও নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে সরবরাহকারীরাও মানসম্মত উপায়ে ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারে।

# ফ্রেমওয়ার্কের ব্যবহার

উৎপাদন শিল্পে সিএফআরপিপি-দায়িত্বশীল ক্রয় অনুশীলনীর মূলনীতি পাঁচটি। প্রতিটি নীতির অধীনেই সুনির্দিষ্ট কিছু 'আচরণ বা চর্চা' রয়েছে। এই নীতিগুলো অনুসরণ করে কোম্পানিগুলি তাদের নিজস্ব ব্যবসায়ের ধরণ অনুযায়ী নিজস্ব (আরপিপি) ফ্রেমওয়ার্ক বা কাঠামো তৈরি করতে পারবে।

ফ্রেমওয়ার্কটির লক্ষ্য হলো কোম্পানিগুলিকে তাদের ক্রয় আচরণকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ডিউ ডিলিজেন্স (এইচআরডিডি) মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে সহায়তা করা। যেমন ব্যবসা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের নির্দেশিকা নীতিমালা, ওইসিডি মানবাধিকার নির্দেশিকা এবং এইচআরডিডি আইন। এটি কোম্পানিগুলিকে স্টেকহোল্ডারদের সাথে সম্পৃক্ত হতে, কার্যকর ব্যবহারিক পদক্ষেপ নিতে এবং নিজস্ব সাপ্লাই চেইনের কর্মপরিবেশ উন্নয়নে কী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, সে বিষয়েও রুপরেখা প্রদান করে।

এইচআরডিডি বিষয়ক আইন বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্পোরেট সাসটেইনেবিলিটি ডিউ ডিলিজেন্স ডাইরেক্টিভ (সিএসডিডিডি) তে ভবিষ্যতের ক্ষয় ক্ষতি মোকাবিলায় ক্রয় কোম্পানিগুলির ঝুঁকি মূল্যায়নের সময়ই কোম্পানির দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণ কেমন হবে - তা নিরুপণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

সিএসডিডিডি এবং সিএফআরপিপি এমআই কীভাবে একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত- তা ব্যাখ্যা করে ইটিআই এই ফ্রেমওয়ার্কটি তৈরি করেছে।

উৎপাদনমুখী শিল্পের নির্দিষ্ট সাপ্লাই চেইনের স্বকীয়তা বজায় রেখে বা বিদ্যমান নীতিমালাসমূহের সঙ্গে মিল রেখে কীভাবে যুগোপযোগী দায়িত্বশীল ক্রয় নির্দেশিকা তৈরি করা যাবে- তা এই কাঠামো অনুসরণ করে নির্ণয় করা যাবে। মনে রাখা জরুরি ফ্রেমওয়ার্কটি অবশ্য পালনীয় কোনো কমপ্লায়েন্স মেকানিজম নয় এবং কোম্পানির বিদ্যমান কোনো নীতিমালার বদলে এটিকে সরাসরি ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে না।

বরং প্রতিটি কোম্পানির জন্য এই মৌলিক ফ্রেমওয়ার্কটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ভিন্ন হতে পারে। ব্যবসায়ের প্রারম্ভ, বিদ্যমান সাপ্লাই চেইন, ব্যবসায়িক মডেল, আকার, পরিচালনাগত প্রেক্ষাপট, মালিকানা এবং কাঠামোর উপর নির্ভর করে সিএফআরপিপি ফ্রেমওয়ার্কে উল্লিখিত আচরণগুলো বা সাব প্রিন্সিপালগুলো কম বেশি কার্যকর হতে পারে।

ফ্রেমওয়ার্কে উল্লেখিত নীতিমালার অধীন বিভিন্ন উপ-নীতি সকল সাপ্লাই চেইনের জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করে তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জরুরি। কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে ফ্রেমওয়ার্কে উল্লেখিত বিভিন্ন পরামর্শ যদি প্রযোজ্য না হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনে কর্মরত শ্রমিকের ঝুঁকি ও তার সম্ভাব্য ক্ষয় ক্ষতি বিবেচনা করে কোম্পানি নিজস্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এ জাতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে ঝুঁকির কারণ এবং সহায়ক উপাদান, এগুলোর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব এবং এগুলোর উপর কোম্পানির লিভারেজ এবং প্রভাব মূল্যায়ন করে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া উচিত। [2]

লিড টাইম, পূর্বাভাস, বা মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে ক্রয় ও অনুশীলনী একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিচালনা করা উচিত। যাতে এসকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে সাপ্লাই চেইনে কর্মরত শ্রমিকের জীবনের উপরে নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, জীবনধারণের মতো মজুরি (লিভিং ওয়েজ) দেয়া না হলে, শ্রমিকের জীবন ধারণের নিমিত্তে অতিরিক্ত সময়ে ওভারটাইম করতে পারার বিষয়টি তুলনামূলক বিবেচনায় নিয়ে আসা। সর্বোপরি উৎপাদনশিল্পে জড়িত শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই এই ফ্রেমওয়ার্কের মূল লক্ষ্য। পণ্য ক্রয় করার বিষয়ে কোম্পানির সুচিন্তিত উদ্যোগ এই লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করতে পারে।

এই ফ্রেমওয়ার্কে প্রায়োগিক সকল উদাহরণ সংযুক্ত করা হয়নি। পরিপূরক হিসেবে সাপ্লাই চেইনের ধরন অনুযায়ী আরও সম্পূরক নির্দেশিকা তৈরি করা যেতে পারে। ক্রয় আচরণ সাপ্লাই চেইনের পরিবেশগত প্রভাবেও অবদান রাখতে পারে। তবে এই কাঠামোর প্রাথমিক লক্ষ্য হলো শ্রমের মানদন্ড মেনে চলা, নিশ্চিত করা এবং কাজের পরিবেশ ঠিক রাখা।

দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণের পাশাপাশি, সাপ্লাই চেইনে শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রে সংগঠনের স্বাধীনতা, যৌথ দর কষাকষি, কার্যকর অভিযোগ প্রদান প্রক্রিয়া, অভিযোগের সমাধান পাওয়া বা রেমিডিয়েশন– ইত্যাদি বিষয় নিশ্চিত করা হিউম্যান রাইটস্ ডিউ ডিলিজেন্স (এইচআরডিডি) বাস্তবায়নে ও সরবরাহকারীদের অবস্থা উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়গুলো অন্যান্য নির্দেশিকায় আলোচিত হয়েছে।

# ফ্রেমওয়ার্কের সারসংক্ষেপ

## নীতি এক:
## অভ্যন্তরীণ সমন্বয়

একটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্বের সক্রিয় অংশগ্রহণ, আরপিপি বাস্তবায়নে তাদের সবার অঙ্গীকার, বিদ্যমান সরবরাহকারী ও তাদের সঙ্গে ক্রয় ব্যবস্থাপনা এবং মানবাধিকার পরিস্থিতিতে এ প্রক্রিয়ার প্রভাবের বিষয়ে ধারণার আদান প্রদান ও সমন্বয়ের নীতিই হলো দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় নীতি। এটি কোম্পানির কর্মপরিকল্পনা নির্ণয়ে সহযোগিতা করে।

এর মধ্যে রয়েছে :

- অভ্যন্তরীণ সম্পৃক্ততা এবং দায়িত্ব বন্টন
- ঝুঁকি/প্রভাব মূল্যায়ন
- কর্ম পরিকল্পনা
- অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ
- ক্রস-ফাংশনাল যোগাযোগ
- সমন্বিত কৌশল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা এবং কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন
- অগ্রগতি ট্র্যাকিং করা
- রিপোর্টিং এবং স্বচ্ছতা

## নীতি দুই:
## সমান অংশীদারিত্ব

ক্রয়কারী কোম্পানি এবং তাদের সরবরাহকারীদের একে অপরকে সমান ব্যবসায়িক অংশীদার হিসেবে সম্মান, সম্মানজনক সোর্সিং ডায়ালগে অংশগ্রহণ; এবং কাজের পরিবেশ উন্নত করার জন্য সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব পালনসহ উভয়ের জন্যই লাভজনক উদ্যোগসমূহ অনুসরণ করার নীতিই হলো সমান অংশীদারিত্বের নীতি।

এর মধ্যে রয়েছে:

- আরপিপি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি
- পারস্পরিক দায়িত্বের বিষয়ে চুক্তি
- স্থিতিশীল, দীর্ঘমেয়াদী সোর্সিং সম্পর্ক বিনির্মাণ
- যোগাযোগ এবং সমস্যা সমাধানের জন্য অংশীদারিত্বের দৃষ্টিভঙ্গি
- কার্যকর ফিডব্যাক মেকানিজম
- ক্রমাগত উন্নতিতে সহায়তা করা
- সরবরাহকারীদের মূল্যায়ন এবং ইনসেনটিভাইজিং
- ভারসাম্য এবং পারস্পারিক নির্ভরতা
- ব্যবসায়ের পরিধি কমানো এবং ব্যবসায় থেকে প্রস্থানের দায়িত্বশীলতা হ্রাস
- বি২বি অংশীদারিত্বে দায়িত্বশীল ক্রয় চর্চার প্রচার
- মধ্যস্থতাকারী /এজেন্ট

## নীতি তিন:
## সহযোগিতামূলক উৎপাদন পরিকল্পনা

সহযোগিতামূলক উৎপাদন পরিকল্পনা সহযোগিতামূলক উৎপাদন পরিকল্পনা নীতি বলতে ঝুঁকি ও জবাবদিহিতার ন্যায্য বন্টন এবং শ্রমিকদের অধিকার এবং শ্রমের অবস্থার প্রতি যথাযথ বিবেচনার মাধ্যমে ক্রয়কারী কোম্পানি এবং সরবরাহকারীর মধ্যে সহযোগিতার সাথে 'ক্রিটিক্যাল পাথ্' এবং উৎপাদন পরিকল্পনা করা কে বোঝানো হয়।

এর মধ্যে রয়েছে:

- লিড টাইম/ যুক্তিসঙ্গত সময়সীমা
- ক্রিটিক্যাল পাথ্ অনুসরণ করা
- পণ্যের সঠিক স্পেসিফিকেশন
- পূর্বাভাস
- অস্থিতিশীল অর্ডারের প্রভাব প্রশমিত করা
- অর্ডারের ভারসাম্য রক্ষা করা
- উপাদান (কমপোনেন্ট) সরবরাহ
- নমুনা

## নীতি চার:
## ন্যায্য মূল্য প্রদান ও চুক্তির শর্তাবলী

ন্যায্য মূল্য প্রদান ও চুক্তির শর্তাবলী এই নীতির অধীনে ক্রয়কারী কোম্পানি এবং সরবরাহকারী ন্যায্য ও স্বচ্ছ মূল্য প্রদান এবং অন্যান্য চুক্তির শর্তাবলীতে সম্মত হবে। এক পক্ষের উপর অতিরিক্ত দায় চাপিয়ে দিবে না। চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতা পারস্পরিক সম্মতিতে সম্মানের সাথে সম্পন্ন করা হবে এবং সরবরাহকারীকে পেমেন্ট সম্পূর্ণভাবে এবং সময়মতো করবে।

এর মধ্যে রয়েছে:

- চুক্তিভিত্তিক নিশ্চয়তার দায়িত্বশীল আলোচনা
- পারস্পরিক চুক্তিভিত্তিক দায়িত্বের নিশ্চয়তা
- সময়মতো মূল্য পরিশোধ
- আর্থিক প্রতিশ্রুতি
- ভুতাপেক্ষ (Retrospective) পরিবর্তন নয়
- পারস্পরিক সম্মতিতে যুক্তিসঙ্গত জরিমানা
- জরিমানা কমানো
- সাপ্লাই চেইনের স্তর/ মধ্যস্থতাকারী

## নীতি পাঁচ:
## টেকসই ব্যয় নির্ধারণ

টেকসই ব্যয় নির্ধারণের নীতি হলো মজুরি বৃদ্ধি ও টেকসই উৎপাদনের সঙ্গে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের সাথে সঙ্গতি রেখে- ক্রয়কারী কোম্পানির পণ্য ব্যয় নির্ধারণ এবং উৎপাদনের সকল খরচ মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা। যাতে করে পণ্য সরবরাহকারী যৌক্তিক লাভ সূচক অর্জন করতে পারে।

এর মধ্যে রয়েছে:

- দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ নিশ্চিত করতে মূল্য নির্ধারণ
- মজুরি এবং ব্যয় বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত করা (জাতীয় ন্যূনতম মজুরি এবং/অথবা যৌথ দর কষাকষির মাধ্যমে)।

লিভিং ওয়েজ:

- জীবনযাত্রার মজুরির ব্যবধান বোঝা।
- লিভিং ওয়েজ প্রদানের কৌশল নিরুপণ
- শ্রমিক /শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব

# উৎপাদন শিল্পে দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণ নীতি ও আচরণসমূহ

## নীতি এক: অভ্যন্তরীণ সমন্বয়

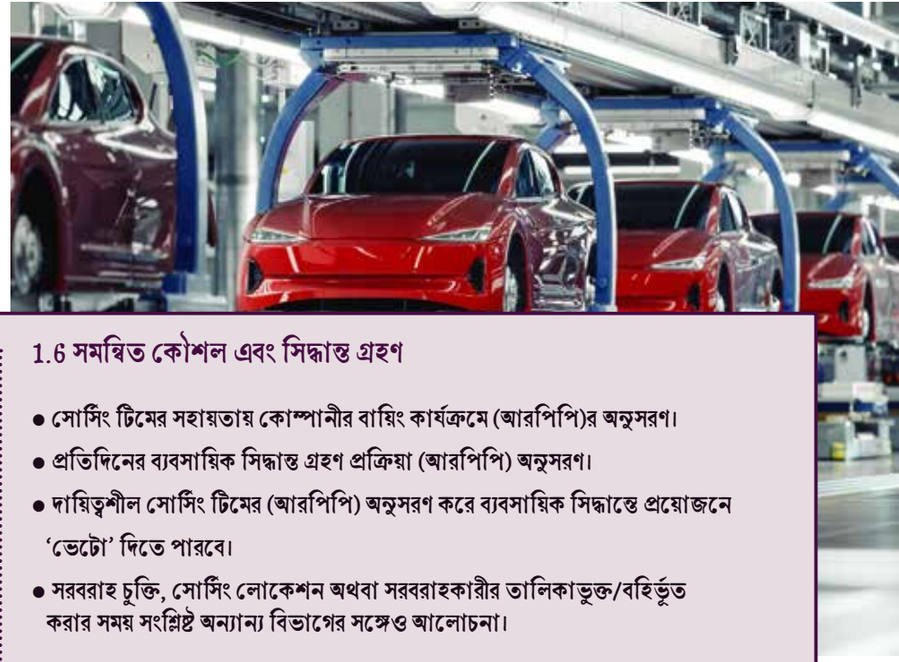

একটি ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্বের সক্রিয় অংশগ্রহণ, আরপিপি বাস্তবায়নে তাদের সবার অঙ্গীকার, বিদ্যমান সরবরাহকারী ও তাদের সঙ্গে ক্রয় ব্যবস্থাপনা এবং মানবাধিকার পরিস্থিতিতে এ প্রক্রিয়ার প্রভাবের বিষয়ে ধারণার আদান প্রদান ও সমন্বয়ের নীতিই হলো দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় নীতি। এটি কোম্পানির কর্মপরিকল্পনা নির্ণয়ে সহযোগিতা করে।

### 1.1 অভ্যন্তরীণ সম্পৃক্ততা এবং দায়িত্ব বন্টন

- কোম্পানির ক্রয় আচরণ পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় মান উন্নয়নে উচ্চতর পর্যায়ের নেতৃত্বের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। প্রয়োজনে বাজেট বরাদ্দ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ/কার্যক্রম জুড়ে উদ্যোগ গ্রহণ ও আরপিপি চ্যাম্পিয়ন নির্বাচন।
- আরপিপি বাস্তবায়ন তদারকিতে দক্ষতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন উচ্চতর পদাসীন কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদান।

### 1.2 ঝুঁকি/প্রভাব মূল্যায়ন

- সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীরা কী ধরণের মানবাধিকার ঝুঁকিতে আছে তা বুঝতে 'রিস্ক এসেসমেন্ট' বা ঝুঁকি মূল্যায়ন করা। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে-

- কোম্পানীর ক্রয় প্রোটোকল কার্যকরভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা, সরবরাহকারীদের জন্য প্রণোদনা প্রক্রিয়াসমূহ কী কী এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমগুলো কী তা নিবিড়ভাবে পরীবিক্ষণ করা।

- সরবরাহকারীর প্রতিক্রিয়া এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের মতামত ইত্যাদি গ্রহণের মাধ্যমে অর্থবহভাবে স্টেকহোল্ডার বা অংশীদার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

- সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীকে সাপ্লাই চেইন, বিভিন্ন স্তর, উপস্তরের প্রকৃতি বোঝা।

- ভৌগোলিক অঞ্চলে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং ঝুঁকি বিবেচনা করা।

- নিয়মিতভাবে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ ও প্রয়োজনীয় সংযোজন বিয়োজন করা।

### 1.3 কর্ম পরিকল্পনা

- ঝুঁকি/প্রভাব মূল্যায়ন (1.2)-এর উপর ভিত্তি করে, ক্রয়কারী কোম্পানি দায়িত্ব, লক্ষ্য এবং ব্যবস্থাসহ আরও দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণ অর্জনের জন্য পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন

- প্রতিকূল ঝুঁকি/প্রভাব কতটা তীব্র এবং সম্ভাব্য, তার উপর ভিত্তি করে পদক্ষেপ নেওয়া

- সংশ্লিষ্ট কর্মীর বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুধাবন এবং মান উন্নয়নে সম্পদ/বাজেট বরাদ্দ করা

### 1.4 অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

- ক্রয়কারী কোম্পানির সংশ্লিষ্ট কর্মীকে 'রেসপন্সিবল সোর্সিং' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- এই প্রশিক্ষণটি
- প্রতিদিনের ক্রয় অনুশীলনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনবে।
- ব্যবসায়ের কাজে এটি আবশ্যিক প্রশিক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হবে।
- কোম্পানিতে যোগদানের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মীদের রিফ্রেশার্সসহ এই প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

### 1.5 ক্রস-ফাংশনাল যোগাযোগ

- দায়িত্বশীল সোর্সিং টিম, ক্রয়কারী দল (পারচেইজিং টিম), টেকনিক্যাল এক্সপার্ট, সংশ্লিষ্ট সাপ্লাই চেইন ফাংশন (এবং অন্যান্য কর্মী যাদের কাজকর্ম সরবরাহকারী/শ্রমিককে প্রভাবিত করে) সকলের মধ্যেই কার্যকর যোগাযোগ বজায় রাখা।

### 1.6 সমন্বিত কৌশল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ

- সোর্সিং টিমের সহায়তায় কোম্পানীর বায়িং কার্যক্রমে (আরপিপি)র অনুসরণ।
- প্রতিদিনের ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া (আরপিপি) অনুসরণ।
- দায়িত্বশীল সোর্সিং টিমের (আরপিপি) অনুসরণ করে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তে প্রয়োজনে 'ভেটো' দিতে পারবে।
- সরবরাহ চুক্তি, সোর্সিং লোকেশন অথবা সরবরাহকারীর তালিকাভুক্ত/বহির্ভূত করার সময় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগের সঙ্গেও আলোচনা।

### 1.7 অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা এবং কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন

- শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বসহ যারা বাণিজ্যিক কাজে জড়িত, তাদের সবার পারফরম্যান্স রিভিউ ডকুমেন্টের পর্যালোচনায় (আরপিপি) অন্তর্ভুক্তি।

- শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বসহ যারা বাণিজ্যিক কাজে জড়িত, তাদের সবার পারফরম্যান্স রিভিউ'র কেপিআই, কাজের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রণোদনা (আরপিপি)-এর সাথে সঙ্গতি রেখে নির্ধারণ।

### 1.8 অগ্রগতি ট্র্যাকিং করা

- দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণ বাস্তবায়নে ক্রয়কারী কোম্পানির অগ্রগতি এবং তাদের প্রভাব নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন। যদি কোনো ব্যতিক্রম ঘটে এবং কোম্পানির তদানুযায়ী আচরণ সমন্বয়।

### 1.9 রিপোর্টিং ও স্বচ্ছতা

- স্বচ্ছতা বাড়াতে আরপিপি বিষয়ক অগ্রগতি জনসমক্ষে প্রকাশ করা (যেমন: সাসটেইনেবিলিটি প্রতিবেদনে বা সরবরাহকারীর ম্যাপিংয়ে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে)।

# নীতি দুইঃ সমান অংশীদারিত্ব

**ক্রয়কারী কোম্পানি এবং তাদের সরবরাহকারীরা একে অপরকে সমান ব্যবসায়িক অংশীদার হিসেবে সম্মান, সম্মানজনক সোর্সিং ডায়ালগে অংশগ্রহণ এবং কাজের পরিবেশ উন্নত করার জন্য সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব পালনসহ উভয়ের জন্যই লাভজনক উদ্যোগসমূহ অনুসরণ করার নীতিই হলো সমান অংশীদারিত্বের নীতি।**

## 2.1 প্রতিশ্রুতি

- নিজ নিজ সরবরাহকারীর (আরপিপি) এবং শ্রম অধিকার আদায়ে ক্রয়কারী কোম্পানি নিজ প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা। পাশাপাশি সরবরাহকারীর সঙ্গে একটি স্থিতিশীল, দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি ন্যায্যতার ভিত্তিতে একটি সমান অংশীদারিত্বের সম্পর্ক তৈরি। যা সকল ধরণের দরকষাকষি ও চুক্তি বাস্তবায়নে প্রতিফলিত হবে।

## 2.2 পারস্পরিক দায়িত্বের বিষয়ে চুক্তি

- ক্রয়কারী কোম্পানি ও তার অংশীদার দায়িত্বশীল আচরণ নিয়ে পারস্পরিক সমঝোতায় আসবে। যেমন- তারা একটি যৌথ আচরণবিধি অনুসরণ করবে, যেখানে উভয়েরই যৌথ দায়িত্ব (শেয়ারড্ রেসপনসিবিলিটি) চিহ্নিত করা থাকবে। উভয় পক্ষের চুক্তিতেও পারস্পরিক দায়িত্বের বিষয়টি যুক্ত (৪.২) থাকবে। [৩] এতে করে শ্রম মান, ব্যবসায়িক শর্তাবলী এবং ক্রয় আচরণের ক্ষেত্রে ক্রয়কারী কোম্পানির অংশীদারের প্রতি প্রতিশ্রুতর প্রতিফলন প্রকাশ পাবে।

## 2.3 স্থিতিশীল, দীর্ঘমেয়াদী সোর্সিং সম্পর্ক বিনির্মাণ

- একটি স্থিতিশীল, দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি এবং বজায় রাখতে দুই পক্ষ একসঙ্গে কাজ করবে।
- সময়ের সাথে সাথে ক্রয়কারী কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী সরবরাহকারীর সংখ্যা বাড়বে

## 2.4 যোগাযোগ ও সমস্যা সমাধানে অংশীদারিত্বের দৃষ্টিভঙ্গি

- ক্রয়কারী কোম্পানি সরবরাহকারীর সাথে নিয়মিত, কার্যকর এবং চলমান দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগের জন্য একটি প্রক্রিয়া স্থাপন করবে
- ব্যবসায়িক সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাবের ভীতি ছাড়াই সরবরাহকারী উৎপাদন প্রক্রিয়ার নানান প্রতিবন্ধকতা উপস্থাপন করবে
- ইতিবাচক কর্মপরিস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য উভয় পক্ষই সম্মিলিত ভাবে দায়িত্ব পালন করবে। যৌথভাবে সমস্যা সমাধান করবে।

## 2.5 কার্যকর ফিডব্যাক মেকানিজম

- ক্রয়কারী কোম্পানির ক্রয় অনুশীলনের প্রভাব সম্পর্কে সরবরাহকারীর সাথে পরামর্শ করার জন্য একটি নিয়মিত, কার্যকর এবং পদ্ধতিগত ফিডব্যাক মেকানিজম থাকবে। শ্রমিক বা তাদের বৈধ প্রতিনিধির কাছ থেকে নেয়া ফিডব্যাকগুলোও সেখানে অন্তর্ভুক্ত হবে।
- এই ফিডব্যাক মেকানিজম হবে কর্ম পরিকল্পনার (১.৩) একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রতিনিয়ত এই মেকানিজমকে আপডেট করতে হবে। সরবরাহকারীকে জানানো হবে যে তাদের ফিডব্যাকের ফলাফল হিসেবে কী কী ক্রয় আচরণ পরিবর্তন করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও তাদের আরো মতামত জানানোর সুযোগ দেওয়া হবে।
- সরবরাহকারীর উপর জরিপ এবং সাক্ষাৎকারের চাপ কমানোর প্রচেষ্টা রাখা। (যেমন: ক্রয়কারী কোম্পানি কর্তৃকই সরবরাহ করা যেতে পারে এমন নিরপেক্ষ তথ্যের জন্য অনুরোধ কমিয়ে আনা)। এছাড়াও বায়ারের সক্রিয় উদ্যোগে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সুবিধা দিতে তাদের ব্যয়ের হার কমানো।

## 2.6 সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের ক্রমাগত উন্নতিতে সহায়তা করা

- প্রয়োজনীয় সামাজিক ও পরিবেশগত মান অর্জনে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- ক্রয়কারী কোম্পানি হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স [৪] মেনে কাজ করা এবং শ্রমের মান উন্নয়নে সরবরাহকারীর সাথে অংশীদারত্বে ধারাবাহিকভাবে সহযোগিতা।
- এ প্রক্রিয়ায় কোম্পানির সমস্ত সাপ্লাই চেইন জুড়েই (আরপিপি) র প্রচারণা করা:
  - বায়ার বা ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের (আরপিপি) মেনে কাজ করা
  - সরবরাহকারীদের (আরপিপি) প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বাস্তবায়নে সহায়তা

## 2.7 সরবরাহকারীর মূল্যায়ন এবং ইনসেনটিভাইজিং

- সরবরাহকারীর দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণকে মূল্যায়ন করে তার প্রেক্ষিতে সোর্সিং সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পাশাপাশি পণ্যের গুণমান, খরচ, বিলম্ব ইত্যাদি বিবেচনা।
- ব্যবসায়িক সম্পর্ক শুরু করার সময়, ও চলাকালীন ও পরে নিয়মিতভাবে 'মূল্যায়ন কার্যক্রম' পরিচালনা।
- লেবার স্ট্যান্ডার্ড ঠিক রাখতে বিনিয়োগের পাশাপাশি ও উল্লেখযোগ্য উদাহরণ সৃষ্টি করতে পেরেছে, এমন সরবরাহকারীদের ব্যবসায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পুরস্কার প্রদান
- মূল্যায়ন কীভাবে হবে এবং কী কী প্রণোদনা দেয়া হবে বা পুরো প্রক্রিয়া কী হবে- তা সরবরাহকারীর সঙ্গে আলোচনা ও শেয়ার করা।

## 2.8 ভারসাম্য এবং পারস্পারিক নির্ভরতা

- এই কাঠামোর নির্দেশনাগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কী না- তা নিশ্চিত করতে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান দুটি পক্ষের যোগাযোগের মাধ্যমে ভারসাম্য রক্ষা করা। একই সঙ্গে সরবরাহকারীদের শ্রম মান বা লেবার স্ট্যান্ডার্ড উন্নয়নের জন্য ইনসেনটিভ প্রদান।
- কৌশলগত সরবরাহকারীদের সাথে কাজের গতিশীলতা বজায় রাখা ও বিদ্যমান ব্যবসায়িক সম্পর্কের বিষয়ে সচেতনতা। একইসঙ্গে সরবরাহকারীদের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের ক্রয় বিষয়ক সিদ্ধান্তের ঝুঁকি কমানো।

## 2.9 ব্যবসায়ের পরিধি কমানো ও ব্যবসায়িক সম্পর্কের দায়িত্বশীল পরিসমাপ্তি

- সরবরাহকারীর অর্ডার কমানোর আগে (পূর্বাভাস আকারে বা পূর্ববর্তী বছরের বিপরীতে) অথবা ব্যবসায়িক সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে, সাপ্লাই চেইনে কর্মরত শ্রমিকের মানবাধিকারের উপর কী প্রভাব পড়বে- তা বিবেচনা করবে। যে কোনো ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে এ বিষয়ে ভাবা। [5]
- একটি দায়িত্বশীল 'এক্সিট প্ল্যান' অনুসরণ করা। এই এক্সিট প্ল্যান অনুযায়ী - সরবরাহকারী এবং শ্রমিকের উপর কী কী নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে তা বিবেচনা। ফলে উভয়ের ঝুঁকি হ্রাস হবে। এই নীতি জাতীয় আইন, আন্তর্জাতিক মানদন্ড এবং যৌথ দর কষাকষির চুক্তির সাথে সঙ্গতি রেখে অনুসৃত হবে। যাতে করে লোকসানের কারণে ব্যবসায় বন্ধ হয়ে গেলেও কর্মচ্যুত শ্রমিকগণ তাদের ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন।

## 2.10 বি২বি অংশীদারিত্বে দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণ

- ক্রয় কোম্পানি তার পার্টনার যেমন ঠিকাদার, রাষ্ট্রীয় সংস্থা, অথবা ব্র্যান্ড/খুচরা বিক্রেতাদের সঙ্গে নানান ধরনের সমস্যা সমাধানে (যেমন- মূল্য নির্ধারণ, সময়সীমা বা তার সম্ভাব্য প্রভাব বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে) সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

## 2.11 মধ্যস্থতাকারী/এজেন্ট

- মধ্যস্থতাকারী/এজেন্ট ক্রয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকলে ক্রয়কারী কোম্পানি তাদের সাথে সহযোগিতা মূলকভাবে কাজ করবে। এতে করে ক্রয়কারী কোম্পানির মান সমুন্নত থাকবে। খেয়াল রাখতে হবে মধ্যস্থতাকারী/এজেন্ট যেন এই মানগুলি কার্যকরভাবে বুঝতে এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

# নীতি তিন : সহযোগিতামূলক উৎপাদন পরিকল্পনা

সহযোগিতামূলক উৎপাদন পরিকল্পনা নীতি বলতে ঝুঁকি ও জবাবদিহিতার ন্যায্য বন্টন এবং শ্রমিকদের অধিকার এবং শ্রমের অবস্থার প্রতি যথাযথ বিবেচনার মাধ্যমে ক্রয়কারী কোম্পানি এবং সরবরাহকারীর মধ্যে সহযোগিতার সাথে ক্রিটিক্যাল পাথ্ এবং উৎপাদন পরিকল্পনা করাকে বোঝানো হয়।

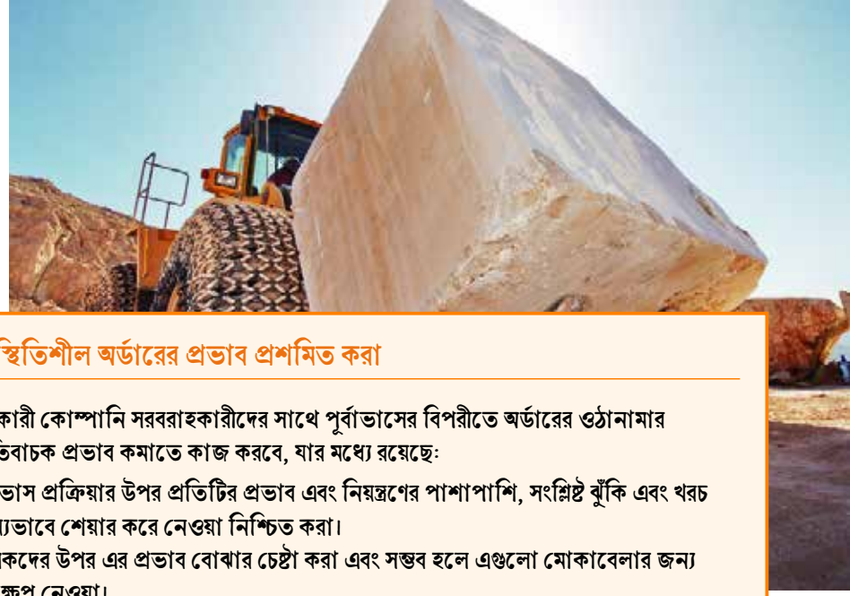

## 3.1 লিড টাইম

- উৎপাদনের সময়সীমা এবং লিড টাইম:
  - সরবরাহকারীর সাথে একসঙ্গে তৈরি।
  - ভালো কাজের পরিবেশ এবং শ্রমের মান নিশ্চিতকরণ (যেমন: অতিরিক্ত ওভারটাইম সীমিত করা, শ্রমিকদের মজুরির উপর এর প্রভাব বিবেচনা করার সময়)।
  - ঝুঁকি এবং জবাবদিহিতার ন্যায্য বন্টন নিশ্চিতকরণ (যেমন: সরবরাহকারীর জন্য ক্রয়কারী কোম্পানির প্রতিশ্রুতি সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিনিয়োগ করা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি)।
- যদি অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির কারণে পণ্য সরবরাহ করতে দেরি হলে (যেমন: রাজনৈতিক দ্বন্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ), তাহলে ক্রয়কারী কোম্পানি সরবরাহকারীর সাথে যোগাযোগ এবং নমনীয়তার। সাথে কাজ করা। যেমন-
  - প্রয়োজন অনুযায়ী ডেলিভারির সময় পরিবর্তন।
  - শ্রমিকদের যথাযথ মজুরি প্রদান এবং কাজের ধরনে যেকোনো পরিবর্তনে সহায়তা।
  - আর্থিক দায়ভার বন্টনের জন্য দুটি পক্ষের ব্যবসায়ের আকার এবং স্থিতিস্থাপকতা বিবেচনা করা।

## 3.2 'ক্রিটিক্যাল পাথ্' অনুসরণ করা

- ক্রয়কারী কোম্পানির একটি মেকানিজম্ বা পদ্ধতি থাকবে-
  - দ্বিপাক্ষিকভাবে সম্মত টাইমলাইন অনুসরণ ও দেরি হলে তার কারণ অনুসন্ধান
  - সময়মত অর্ডার পেমেন্ট করা। কোনো ধরণের দেরি না করা এবং অর্ডার পরিবর্তনের অনুরোধগুলো ধীরে ধীরে কমিয়ে নিয়ে আসা।
- যদি কোনো কারণে অর্ডার পরিবর্তন করা হয় (যেমন: লিড টাইম, ভলিউম):
  - পারস্পরিক সম্মতিতে স্পষ্ট ও ন্যায্য পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে করা।
  - ক্রয়কারী কোম্পানি সরবরাহকারী ও কর্মীদের উপর এর প্রভাব বোঝার চেষ্টা করা। যেকোনো নেতিবাচক প্রভাব প্রতিরোধ এবং প্রশমিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ।
  - ক্রয়কারী কোম্পানি যখন পূর্ব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম ঘটায় (যেমন-ডেলিভারির তারিখ সমন্বয় করা বা সংশ্লিষ্ট খরচ বহন করা) তখন তার দায়িত্ব গ্রহণ।

## 3.3 পণ্যের সঠিক স্পেসিফিকেশন

- ক্রয়কারী কোম্পানি সরবরাহকারীদের পণ্যের সঠিক, স্পষ্ট স্পেসিফিকেশন দেয়া এবং পণ্য উন্নয়নে (প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট) সময়মতো ফিডব্যাক প্রদান। এছাড়াও সরবরাহকারীদের তৈরি পণ্যের মান নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা, এবং সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেশন প্রাপ্তিতে সহায়তা।

## 3.4 পূর্বাভাস

- ক্রয়কারী কোম্পানি কাঙ্খিত পণ্যের সরবরাহ ও চাহিদার অনিশ্চয়তা কমাতে সরবরাহকারীদের নিম্নোক্ত সহযোগিতা করবে।
  - বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য (ইনটেল) শেয়ার এবং আলোচনা।
  - আস্থা বজায় রেখে, এবং যথাযথভাবে এবং সরবরাহকারীর সাথে পরামর্শ অনুসরণ করে আগে থেকেই পূর্বাভাস প্রস্তুত করা এবং শেয়ার।
  - বাজার (end market) সম্পর্কিত নতুন তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে এই পূর্বাভাসগুলি আপডেট করা।
  - কোন পূর্বাভাস কোন ভিত্তির উপর প্রস্তুত করা হয়েছে তা স্পষ্টভাবে জানানো।
  - সময়ের সাথে সাথে পূর্বাভাস এবং পরিকল্পনার নির্ভুলতা বৃদ্ধির দিকে কাজ করা।

## 3.5 অস্থিতিশীল অর্ডারের প্রভাব প্রশমিত করা

- ক্রয়কারী কোম্পানি সরবরাহকারীদের সাথে পূর্বাভাসের বিপরীতে অর্ডারের ওঠানামার নেতিবাচক প্রভাব কমাতে কাজ করবে, যার মধ্যে রয়েছে:
  - পূর্বাভাস প্রক্রিয়ার উপর প্রতিটির প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি এবং খরচ ন্যায্যভাবে শেয়ার করে নেওয়া নিশ্চিত করা।
  - শ্রমিকদের উপর এর প্রভাব বোঝার চেষ্টা করা এবং সম্ভব হলে এগুলো মোকাবেলার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া।

## 3.6 অর্ডারের ভারসাম্য রক্ষা করা

- সরবরাহকারীর সক্ষমতানুযায়ী কার্যাদেশের ভারসাম্য বজায় রাখা। সোর্সিং বেইসকে পণ্যের ক্রয়াদেশের পরিমাণের উঠানামা নিয়ন্ত্রণে সহযোগিতা করা।
- যদি অর্ডারের পূর্বাভাস দেয়া যায় বা পণ্যের ক্রয়াদেশের পুনরাবৃত্তি হয়-একই সঙ্গে তখন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে কর্ম পরিবেশ ঠিক রাখতে বিশেষ সহযোগিতা প্রদান করা। বিশেষত অর্ডারের 'পিক' সিজনে যখন একসঙ্গে একাধিক সাপ্লাইয়ারদের কাজ দেয়া হয়।

## 3.7 উপাদান (কমপোনেন্ট) সরবরাহ

- সরবরাহকারীর ব্যবহারের জন্য ভিন্ন নির্দিষ্ট 'উপাদান সরবরাহকারী'কে মনোনীত করলে, মনোনীত 'উপাদান সরবরাহকারী'র উপকরণ সরবরাহের সময়সীমা ও এর গুণগত মান ঠিক রাখার দায়িত্ব নেয়া। যাতে সরবরাহকারীর উপর ক্ষতিকারক প্রভাব না পড়ে।

## 3.8 নমুনা

- ক্রয়কারী কোম্পানি নমুনার স্পেসিফিকেশন চুড়ান্ত করার আগে যথাসম্ভব কম পরিমাণে নমুনা তৈরির অর্ডার দেয়া। এরপর বানানো নমুনাগুলোকে যতটা সম্ভব অর্ডারে রুপান্তর করা। সরবরাহকারীদের সরবরাহকৃত নমুনার জন্য সংশ্লিষ্ট খরচ বিবেচনা করে সন্তোষজনক পরিমাণে কমপেনসেশন দেয়া।

## নীতি চার : ন্যায্য মূল্য প্রদান ও শর্তাবলী

এই নীতির অধীনে ক্রয়কারী কোম্পানি এবং সরবরাহকারী ন্যায্য ও স্বচ্ছ মূল্য প্রদান এবং অন্যান্য চুক্তির শর্তাবলীতে সম্মত হবে। এক পক্ষের উপর অতিরিক্ত দায় চাপিয়ে দিবে না । চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতা পারস্পরিক সম্মতিতে সম্মানের সাথে সম্পন্ন করা হবে এবং সরবরাহকারীকে পেমেন্ট সম্পূর্ণভাবে এবং সময়মতো করবে।

### 4.1 চুক্তিভিত্তিক নিশ্চয়তার দায়িত্বশীল আলোচনা [6]

- ন্যায্য শ্রম পরিস্থিতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে ক্রয়কারী কোম্পানির সরবরাহ চুক্তি নিয়ে আলোচনা ও উৎপাদন চাহিদা পূরণ।
- ক্রয়কারী কোম্পানির সরবরাহকারীর সঙ্গে 'টেক-ইট-অর-লিভ-ইট' চুক্তি এড়িয়ে চলা। বরং মানবিক বিবেচনায় পণ্য উৎপাদনে শর্তাবলী নিয়ে দরকষাকষির সুযোগ প্রদান।
- ক্রয়কারী কোম্পানির পারস্পারিক সম্মতির ভিত্তিতে, যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য বিবেচনায় লিখিত চুক্তি সম্পাদন।

### 4.2 পারস্পরিক চুক্তিভিত্তিক দায়িত্বের চুক্তি [7]

- ক্রয়কারী কোম্পানি এবং সরবরাহকারী পারস্পরিক আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে একটি লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। যেখানে চুক্তিগতভাবে বাধ্যতামূলক সকল দায়িত্ব (2.2) যেমন: দ্বি-মুখী আচরণবিধি (CoC), উভয় পক্ষের HREDD সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা, ন্যূনতম শ্রম মান, ব্যবসায়িক শর্তাবলী এবং পেমেন্টের শর্তাবলী ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে।
- সাপ্লাই চেইনে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও তার যথাযথ মান বজায় রাখা ক্রেতা কোম্পানি ও সরবরাহকারীর যৌথ দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত হবে।
- দায়িত্বশীল চুক্তি প্রকল্পের মডেল চুক্তির ধারাগুলি বাণিজ্যিক চুক্তিতে ক্রেতা এবং সরবরাহকারীদের মধ্যে শেয়ার করা দায়িত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য একটি টেমপ্লেট প্রদান করে।
- বাণিজ্যিক চুক্তিতে বায়ার ও সাপ্লাইয়ারের যৌথ দায় দায়িত্বের ধরণ কী হবে, তা Model Contract Clauses ও Responsible Contracting Project এই দুটি মডেলের টেমপ্লেট দেখে তৈরি করা যাবে।

### 4.3 সময়মতো পেমেন্ট

- ক্রয়কারী কোম্পানির সরবরাহকারীর মতামতের ভিত্তিতে সময়মতো মূল্য পরিশোধ ও তা মনিটরিংয়ের একটি মেকানিজম্ থাকবে।

### 4.4 আর্থিক প্রতিশ্রুতি

- সরবরাহকারীর অর্ডার-সম্পর্কিত কোনো খরচ বা ঝুঁকি নেওয়ার আগেই পারস্পারিক সম্মতির ভিত্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তাবলী নির্ণয়
- সরবরাহকারীর আর্থিক স্থায়িত্ব এবং স্থিতিশীলতা এবং সময়মতো শ্রমিকের মজুরি পরিশোধের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য, ক্রয়কারী কোম্পানি দ্রুততম সময়ে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করবে।
- ক্রয়কারী কোম্পানি সরবরাহকারীর আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনা সে অনুযায়ী দায়িত্ব শেয়ার করবে। যাতে করে আর্থিক দায় ও উৎপাদনের ঝুঁকি সমহারে বন্টিত হয়। (যেমন: ছোট ব্যবসার জন্য পেমেন্টের মেয়াদ কমানো অথবা পণ্য বা সেবা সরবরাহের আগে আমানত প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনের জন্য অর্থায়নে সহায়তা করা।)

### 4.5 ভূতাপেক্ষ (Retrospective) পরিবর্তন নয়

- ক্রয়কারী কোম্পানি সরবরাহকারীর ব্যবসায়ের ঝুঁকি এবং খরচের বিষয়ে নিশ্চয়তার থাকার প্রয়োজনীয়তা মেনে নিবে। যে কারণে-
  - পারস্পরিকভাবে সম্মত পণ্য মূল্য কমাবে না
  - সরবরাহ চুক্তি বা সরবরাহের শর্তাবলীতে কোনো পূর্ববর্তী পরিবর্তন নেই [5]

### 4.6 পারস্পরিক সম্মতিতে যুক্তিসঙ্গত জরিমানা

- যদি ক্রয়কারী কোম্পানির সরবরাহকারীকে জন্য জরিমানা করতে হয়, তাহলে সেগুলো হবে:
  - কেবল পারস্পরিকভাবে পূর্বে সম্মত শর্তাবলীর ভিত্তিতে প্রযোজ্য।
  - যুক্তিসঙ্গত, আনুপাতিক এবং স্পষ্টভাবে বর্ণিত।
  - ন্যায্যতা এবং বৈধতার জন্য ক্রয়কারী কোম্পানি কর্তৃক নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণাধীন
  - সরবরাহকারীর জন্য জরিমানা ক্রয়কারী কোম্পানির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, যেমন: চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও দেরিতে পরিশোধ বা দায়িত্বশীল ক্রয় আচরণ না করা জন্য।
- জরিমানা করতে ক্রয়কারী কোম্পানি প্রামাণিক দলিল উপস্থাপন করবে (যেমন: শুধুমাত্র পণ্যের বাণিজ্যিক মূল্য কম পাওয়া গেলেই নিম্নমানের জন্য জরিমানা করা যাবে , পণ্য ডেলিভারি দিতে দেরি করায় ব্যবসায়ের যে ক্ষতি হয়, শুধুমাত্র তার সমানুপাতিক হারে 'লেইট ডেলিভারি পেনাল্টি' করা যাবে।

### 4.7 লক্ষ্য রাখা জরিমানা কমানোর

- ক্রয়কারী কোম্পানির লক্ষ্য হবে নিম্নলিখিত উপায়ে জরিমানা এবং শাস্তি কমানো
  - জারি করা জরিমানা এবং তার মূল কারণগুলি ট্র্যাক করা।
  - এই মূল কারণগুলি প্রশমিত করার জন্য কাজ করা।
- যদি ক্রয়কারী কোম্পানি ও সরবরাহকারী পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে পণ্য শিপিংয়ে দেরি করে থাকে, তাহলে ক্রয়কারী কোম্পানি সরবরাহকারীর কাছ থেকে ডেলিভারিতে দেরি করার জরিমানা আদায় করবে না।

### 4.8 সাপ্লাই চেনের স্তর/মধ্যস্থতাকারী

- ক্রয়কারী কোম্পানি পুরো সাপ্লাই চেইন জুড়ে ন্যায্য মূল্য পরিশোধের বিষয়টি প্রচার করবে। তার মাধ্যমগুলো হবে-
  - এই নীতির আচরণ অনুসারে এজেন্ট বা মধ্যস্থতাকারীর পেমেন্টের শর্তাবলী ন্যায্য কিনা তা পরীক্ষা করা এবং অনুমোদন করা।
  - মধ্যস্থতাকারীর একটি কার্যকর ব্যবস্থা ব্যবহার করা যাতে করে সময়মতো মূল্য পরিশোধিত হয়। নিয়মিত মূল্য পরিশোধ হচ্ছে কী না, ক্রয় কোম্পানির প্রক্রিয়া মনিটর করা।

## নীতি পাঁচ : টেকসই ব্যয় নির্ধারণ

টেকসই ব্যয় নির্ধারণের নীতি হলো মজুরি বৃদ্ধি ও টেকসই উৎপাদনের সঙ্গে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের সাথে সঙ্গতি রেখে- ক্রয়কারী কোম্পানির পণ্য ব্যয় নির্ধারণ এবং উৎপাদনের সকল খরচ মূল্যের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা। যাতে করে পণ্য সরবরাহকারী যৌক্তিক লাভসূচক/প্রফিট মার্জিন অর্জন করতে পারে।

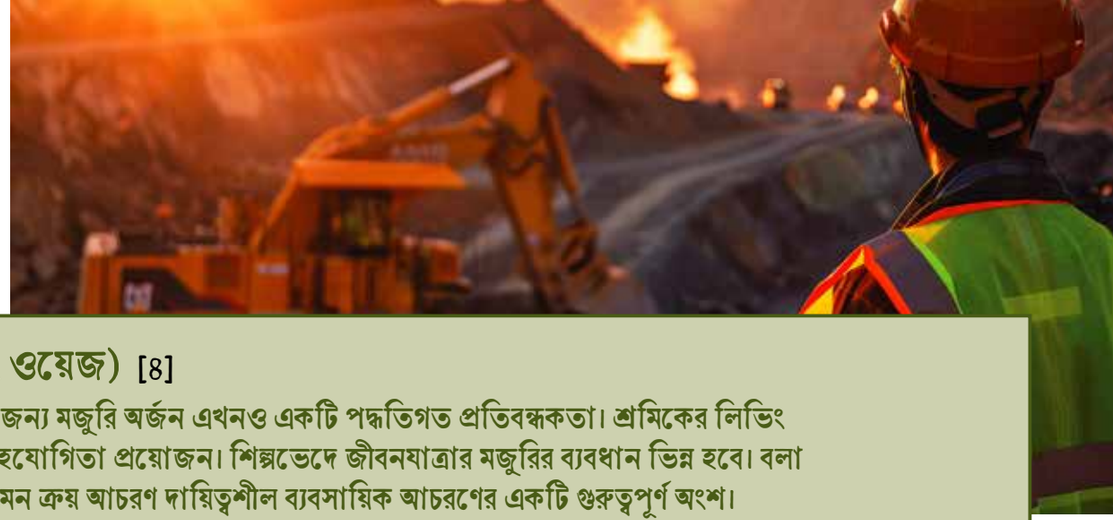

### 5.1 দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের নিশ্চিত করতে মূল্য নির্ধারণ

- পণ্যের মূল্য নির্ধারণে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান নিম্ন উল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করবে-
  - মজুরি।
  - উৎপাদন খরচ।
  - শ্রম এবং পরিবেশের বিষয়ে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ।
  - সরবরাহকারীর যুক্তিসঙ্গত ও ধারাবাহিক প্রফিট মার্জিন।
- পণ্য ক্রয় মডেলগুলো পর্যালোচনা করা যাতে করে ক্রেতা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত একটি স্তরের নিচে মূল্য নির্ধারণ করতে না পারে (যেমন: আগ্রাসী মূল্য নির্ধারণের কৌশল ব্যবহার না করা)।
- নির্দিষ্ট সীমার নিচে মূল্য নির্ধারিত হলো কী না-তা পরিমাপের জন্য একটি ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা থাকবে। যাতে মূল্য এই স্তরের নিচে থাকলে এর কারণ (মূল কারণ) অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। প্রয়োজনে কোম্পানির নিজস্ব ক্রয় মডেলসমূহ রিভিউ করতে হবে। (পারচেইজিং প্রাইসসহ)

### 5.2 মজুরি এবং খরচ বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত করা

- ক্রয়কারী কোম্পানির সরবরাহকারীকে মূল্য বৃদ্ধির যথাযথ কারণ বিবেচনা করা যা সাধারণ নিম্নলিখিত কারণে ঘটে:
  - আলোচনা সাপেক্ষে মজুরি এবং/অথবা জাতীয় ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি।
  - উপকরণ খরচ বৃদ্ধি (যেমন: উপকরণ/উপাদান, শক্তি বা পরিবহন খরচ বৃদ্ধি ইত্যাদি) যেখানে সরবরাহকারীর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।
  - সরবরাহকারীর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভুতভাবে পণ্যের লাভজনকতা হ্রাস (যেমন: রাজনৈতিক দ্বন্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অথবা নিয়ন্ত্রক পরিবর্তনের কারণে উৎপাদন ব্যাহত হওয়া ইত্যাদি)।
- দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের নিশ্চিত করতে ক্রয়কারী কোম্পানির মূল্য পর্যালোচনা নিশ্চিত করা (5.1)

## জীবন যাত্রার ন্যূনতম মজুরি (লিভিং ওয়েজ) [8]

বিশ্বব্যাপী জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান বজায় রাখার জন্য মজুরি অর্জন এখনও একটি পদ্ধতিগত প্রতিবন্ধকতা। শ্রমিকের লিভিং ওয়েজ অর্জনে উৎপাদন শিল্পে জড়িত সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। শিল্পভেদে জীবনযাত্রার মজুরির ব্যবধান ভিন্ন হবে। বলা বাহুল্য, জীবনযাত্রার মজুরির ব্যবধান পূরণ করে এমন ক্রয় আচরণ দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

### 5.3 জীবনযাত্রার ন্যূনতম মজুরির ব্যবধান

- ক্রয়কারী কোম্পানি বর্তমান মজুরি স্তর এবং লিভিং ওয়েজ এর মধ্যে ব্যবধান বোঝার চেষ্টা করবে।
- ক্রয়কারী কোম্পানি লিভিং ওয়েজ কতো হবে-তা হিসাব করবে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদন্ড [7] অনুসরণ করা যেতে পারে। পাশাপাশি এ বিষয়ে শ্রমিক বা তাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংলাপ ও দর কষাকষি চলমান থাকবে।

### 5.4 লিভিং ওয়েজ প্রদানের কৌশল নিরুপণ

- ক্রয়কারী কোম্পানি সরাসরি সরবরাহকারীর সাথে কাজ করবে- যাতে পণ্যের মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে শ্রমিকের মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। প্রদত্ত মজুরির পরিমাণ হতে পারে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জীবনযাত্রার মজুরির স্তর/বেঞ্চমার্ক [9] কিংবা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় (যেমন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য) প্রতিনিধিদের দাবীর সম পরিমাণ। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত লিভিং ওয়েজ নির্ধারণের পদ্ধতি অনুসরণ করা জরুরি।
- মজুরির ব্যবধান পূরণের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি, কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন এবং তদারকি।
- ক্রয়মূল্য বৃদ্ধির ইতিবাচক প্রভাব শ্রমিকের মজুরিতে পড়ছে-এটি ক্রয় কোম্পানি নিশ্চিত করবে। একই সঙ্গে শ্রমিকের মজুরি লিভিং ওয়েজ লেভেল অনুযায়ী উন্নীত হচ্ছে কী না, তার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ চলবে।

### 5.5 শ্রমিক/শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব

- লিভিং ওয়েজ প্রদানের এর গ্যাপ পূরণের জন্য ক্রয়কারী কোম্পানি শ্রমিকদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে এবং/অথবা তাদের বৈধ প্রতিনিধির অংশগ্রহণে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে এবং লিভিং ওয়েজ বাস্তবায়নে সম্মিলিতভাবে জড়িত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করবে। [10]

# রিসোর্স:

[1] The Framework on Meaningful Stakeholder Engagement Framework (MSE) নির্দেশিকাটি কোম্পানীর হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স বাস্তবায়নে অংশীদারদের অর্থবহভাবে সম্পৃক্ত করতে সহায়তা করবে। লিংক এখানে।

[2] ETI HRDD Framework নির্দেশিকাটি পাঠ করলে, ব্যবসায়ে সফল হতে শ্রম অধিকার বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা, ঝুঁকি অনুধাবন, সম্পৃক্তা, দরকষাকষি ও সহযোগিতামূলক আচরণ কেন জরুরি - কোম্পানি তা বুঝতে পারবে। লিংক এখানে।

[3] The Responsible Contracting Project (RCP) টুলকিটে ব্যবহারিক এবং সার্বজনীন নানান উপকরণ সম্পর্কিত আলোচনা রয়েছে যা কোম্পানি তাদের চুক্তিবদ্ধ সরবরাহকারী তথা সার্বিক সাপ্লাই চেইনের মানবাধিকার এবং পরিবেশগত কর্মক্ষমতা উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারে। লিংক এখানে।

[4] Human Rights Due Diligence (HRDD) অনুসরণ করে কোম্পানি তাদের বিবিধ কার্যক্রমসহ সাপ্লাই চেইনের কর্মীদের সম্ভাব্য মানবাধিকার ঝুঁকি চিহ্নিত করে এবং সেগুলি মোকাবেলা করতে পারে। নির্দেশিকাটির লিংক এখানে।

[5] ACT একটি নীতিমালা এবং চেকলিস্টের মাধ্যমে দায়িত্বশীল উপায়ে কীভাবে ব্যবসায় শেষে 'ফ্যাক্টরি এক্সিট' করতে হবে, তা নির্ধারণ করেছে। সমস্ত ACT সদস্য ব্র্যান্ড এই নীতিমালা ও চেকলিস্ট অনুসরণ করে। ব্যবসায়িক কারণে (প্রস্থানের উদ্দেশ্যে র‍্যাম্পিং ডাউনসহ) কোম্পানির কোনো কারখানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় এই নীতি এবং চেকলিস্ট প্রযোজ্য হবে। লিংক এখানে।

[6] The Responsible Contracting Project (RCP) Toolkit টুলকিটে ব্যবহারিক এবংঅন্যান্য উপকরণ রয়েছে যা কোম্পানির চুক্তিভুক্ত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মানবাধিকার এবং পরিবেশগত কর্মক্ষমতা এবং তাদের সাপ্লাই চেইন উন্নত করতে ব্যবহার করতে পারে। আরও তথ্য এখানে।

[7] The Supplier Model Contract Clauses ১.০ (২০২৩), যা SMC নামেও পরিচিত। এটি মানবাধিকার উন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করে। আরও তথ্য এখানে।

[8] CSDDD দায়িত্বশীল ক্রয় এবং দায়িত্বশীল ক্রয়ের বাধ্যবাধকতা নির্ণয় করেছে। বিস্তারিত আরও তথ্য জানতে ক্লিক করুন- এখানে।

[9] Global Living Wage Coalition (Anker) এর মতো গ্রহণযোগ্য পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে স্বীকৃত মানদন্ড বা বৈধ ও প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সংস্থা, সাধারণত কোনো ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এবং/অথবা কনফেডারেশন কর্তৃক প্রণীত এবং/অথবা অনুমোদিত হিসাব। এ বিষয়ে আরও তথ্য জানুন এখানে।

[10] লিভিং ওয়েজসহ অন্যান্য মজুরি নীতিমালা। আইএলও মজুরি নির্ধারণের জন্য কিছু মূলনীতিকে গুরুত্ব দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের চাহিদা এবং অর্থনৈতিক বিষয় বিবেচনায় নেওয়ার গুরুত্ব; জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক সংলাপকে শক্তিশালীকরণ; প্রমাণভিত্তিক পদ্ধতির জন্য নির্ভরযোগ্য তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যবহার; লিঙ্গ সমতা ও বৈষম্য দূরীকরণ; এবং জাতীয় পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান এবং কম মজুরি প্রদানের মূল কারণ অনুসন্ধান, যেমন: কম উৎপাদনশীলতা ও অনানুষ্ঠানিকতা মোকাবেলা করা। আরও তথ্য এখানে।

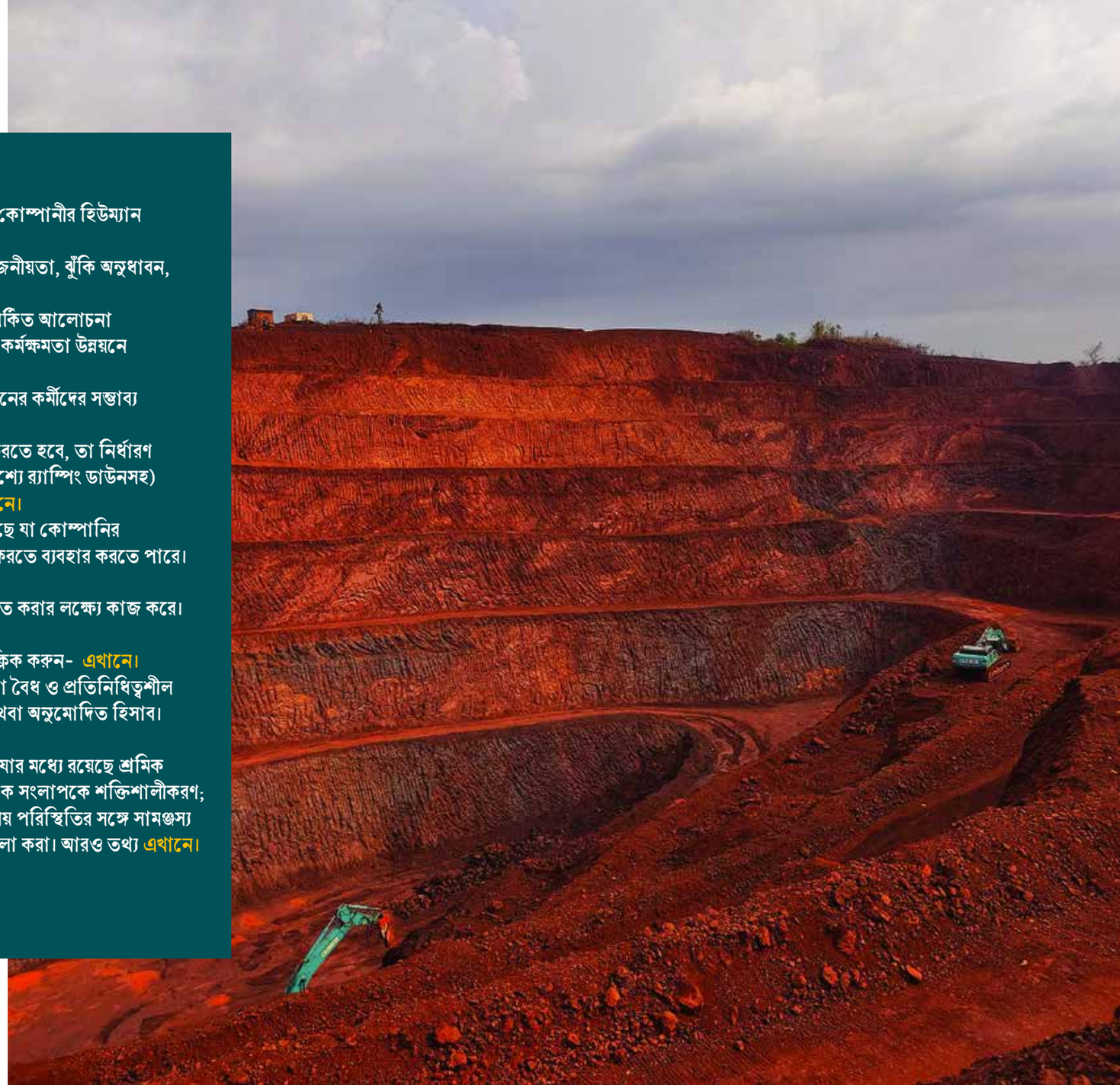

## সংযুক্তি: রেফারেন্সিং

এই ফ্রেমওয়ার্ক এবং নীতি'দায়িত্বশীল ক্রয় অনুশীলনের সাধারণ ফ্রেমওয়ার্ক' থেকে নেওয়া হয়েছে। সিএফআরপিপি তৈরি করেছে এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ (ETI), এথিক্যাল ট্রেড নরওয়ে, ফেয়ার ওয়্যার, জার্মান পার্টনারশিপ ফর সাসটেইনেবল টেক্সটাইল (PST) এবং ডাচ অ্যাগ্রিমেন্ট ফর সাসটেইনেবল গার্মেন্টস (AGT)।

দায়িত্বশীল ক্রয় অনুশীলনের উপর প্রণিত বিভিন্ন নথিপত্র পর্যালোচনা করে, থিমসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ শেষে 'পাঁচটি নীতি' তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি ব্যাপক আকারে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারদের। ইটিআই বিশ্বাস করে যে এই 'নীতি' বা থিমগুলি উৎপাদন শিল্পের সকল খাতের জন্যই প্রযোজ্য হবে। এই ফ্রেমওয়ার্কে উল্লেখিত প্রতিটি নীতির অধীনে কাঙ্খিত চর্চাসমূহ সাধারণভাবে উৎপাদন শিল্পের জন্য উপযুক্ত করার জন্য সংশোধন করা হয়েছে। উল্লেখ্য এই নথিতে থাকা ও প্র্যাকটিস' এই শিল্পের জন্য উপযুক্ত করেই সংশোধন করা হয়েছে। মনে রাখা জরুরি শুধুমাত্র দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্যই নীতিমালার অধীনে প্র্যাকটিসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উল্লেখিত প্র্যাকটিস বা চর্চাগুলো উপরে তালিকাভুক্ত সংস্থা দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে CFRPP এর সমতুল্য হিসাবে অনুমোদিত নয়। ইটিআই খাদ্য শিল্পের জন্য একটি CFRPP তৈরি করেছে। যা এখানে পাওয়া যাবে।

Photos: Shutterstock